৭৭ হাজারের বেশি শিক্ষক নিয়োগ শিগগির

এবার সরাসরি পরীক্ষায় বাছাই করবে এনটিআরসিএ

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ২১ এপ্রিল ২০২৬ | ০৭:৩৪

| প্রিন্ট সংস্করণ

- অ +

দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকট দূর করতে শিগগিরই বড় নিয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৭৭ হাজার ৭৯৯টি শূন্যপদের চাহিদা পেয়েছে সংস্থাটি। এসব পদে নিয়োগের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

এবারের নিয়োগে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হচ্ছে, আগের মতো শুধু শিক্ষক নিবন্ধন সনদের ভিত্তিতে সুপারিশ নয়, বরং সরাসরি লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। এনটিআরসিএর ইতিহাসে এটিই প্রথমবার, যখন শিক্ষক নিয়োগে এমন পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতি চালু হতে যাচ্ছে।

এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম সমকালকে জানিয়েছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শূন্যপদের তথ্য সংগ্রহ শেষ হয়েছে। এখন সেগুলো যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেলে ‘নবম শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি’ প্রকাশ করা হবে।

নতুন পদ্ধতিতে প্রার্থীদের প্রথমে ২০০ নম্বরের এমসিকিউভিত্তিক লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা পরে ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ নম্বর অর্জন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হতে হলে প্রার্থীদের নিবন্ধন পরীক্ষার মাধ্যমে সনদ নিতে হয় এবং পরে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আবেদন করে নিয়োগের সুপারিশ পেতে হয়। নতুন ব্যবস্থায় এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে নিয়োগ

আরও প্রতিযোগিতামূলক ও স্বচ্ছ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এনটিআরসিএ সূত্র জানিয়েছে, গত ফেব্রুয়ারিতে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষকদের শূন্যপদের চাহিদা আহ্বান করা হয়। কয়েক দফা সময় বাড়ানোর পর এপ্রিলের মাঝামাঝি সেই কার্যক্রম শেষ হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য হালনাগাদ বা ই-রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমও সম্পন্ন হয়েছে।

বর্তমানে দেশে ৩৪ হাজার ১২৯টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫ লাখ ৯৮ হাজার শিক্ষক এবং ২ লাখের বেশি কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। বিপুল সংখ্যক শূন্যপদে নতুন নিয়োগ শিক্ষা খাতে বড় পরিবর্তন আনবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ২০০৫ সাল থেকে এনটিআরসিএ শিক্ষক নিবন্ধন সনদ দিয়ে আসছে। ২০১৫ সালের পর থেকে সংস্থাটি শিক্ষক নিয়োগে সুপারিশ করার ক্ষমতা পায়। এরপর বিভিন্ন গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৮৬ হাজারের বেশি শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিষয় : শিক্ষক নিয়োগ